ব্রিক্স উন্নয়ন ব্যাংক : যেতে পারে কতদূর?

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে গঠিত ব্রিক্স ব্রাজিলে গত জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত তাদের শীর্ষ পর্যায়ের ষষ্ঠ সম্মেলনে ১০০ বিলিয়ন ডলার পুঁজির একটি নতুন বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক গঠনের ঘোষণা দেয়। এরই সাথে ১০০ বিলিয়ন ডলারের একটি আপৎকালীন মুদ্রা মজুদ তহবিল প্রতিষ্ঠাও করেছে। এই তহবিল গঠনের ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলো কোনো ধরনের মুদ্রা অথবা আর্থিক সংকটে পতিত হলে এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহায়তা নিতে পারবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর বিরাজমান আধিপত্যকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বিপরীতে এই নতুন বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব অনেকের কাছে অনেক আশার বার্তা নিয়ে এসেছে। অনেকে মনে করছে, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিশ্ব অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে ভোট প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে অন্যায্যতার কাঠামো রয়েছে তা দূর করবে, এই ব্রিক্স উন্নয়ন ব্যাংকটি।

বিশ্ব অর্থনীতিতে সামষ্টিকভাবে ব্রিক্সের রাষ্ট্রগুলোর অবদান শতকরা ২০ ভাগ হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে ভোট দেয়ার ক্ষমতার শতকরা হার ১১ ভাগ। এই ভোটসংক্রান্ত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে মার্কিন কংগ্রেস অনুস্বাক্ষরও করেনি। তাই ব্রিক্স ব্যাংক গঠনের প্রেক্ষাপটে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ডিলমা রুসেফ তো নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলেই বসলেন, "আমাদের চাওয়া ন্যায্যতা আর সমান অধিকার।" আবার কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে ভাবছে, এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তির প্রাতিষ্ঠানিক পতন নিশ্চিত হচ্ছে।

এ রকম আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এই ব্যাংকের পাঁচ সদস্য চারটি মহাদেশের প্রতিনিধি। তাঁরা মোট পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৪১.৬ ভাগের প্রতিনিধি। তাঁরা বিশ্বের মোট জিডিপির শতকরা ১৯.৮, মোট বাণিজ্যের শতকরা ১৬.৯ ভাগের অংশীদার। শুধু তা-ই নয়, ধারণা করা হচ্ছে, ব্রিক্সের অন্যতম সদস্য চীন আগামী ৩০ বছরে বিশ্ব অর্থনীতিতে শীর্ষে পৌঁছে যাবে। ২০৩০ সালের মধ্যে রাশিয়া ছাড়িয়ে যাবে ইউরোপের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি জার্মানিকে। ভারত, ব্রাজিলও তো উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে অনেক দিন ধরেই বিবেচিত হয়ে আসছে। গত এক দশকে পাঁচ সদস্য রাষ্ট্রের সম্মিলিত জিডিপি শতকরা ৩০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে পশ্চিমের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে এই হার শতকরা ৬০ ভাগের বেশি নয়।

বড় প্রশ্ন হলো, বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যায্যতা দূর করার ক্ষেত্রে ব্রিক্স ব্যাংক আসলে কতটুকু পরিবর্তন আনতে পারবে? এটা আসলে অনেক বেশি নির্ভর করছে পাঁচ সদস্য রাষ্ট্র এই ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক দর্শনের বিপরীতে বিশ্ব ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে নতুন কোনো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঘটাতে পারছে কি না।

সামরিক দিক থেকেও এরা কম শক্তিশালী নয়, অন্তত পারমাণবিক শক্তি বিবেচনায়। পাঁচ সদস্যের মধ্যে চীন, ভারত, রাশিয়া–এই তিন রাষ্ট্রই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী। চীন ও রাশিয়াও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেরও স্থায়ী সদস্য।

যাঁরা ব্রিক্স ব্যাংক নিয়ে ভীষণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁরা বলছেন, অর্থনৈতিক জোট হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানটির তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো সস্তা শ্রমবাজার, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং সম্ভাবনাময় ভোক্তার বিশাল বাজার। বিশেষ করে রাশিয়া প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেচনায় বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ রাষ্ট্র। যেমন–গ্যাস ও তেলের মজুদের দিক থেকে রাশিয়ার বিশ্বে অবস্থান যথাক্রমে প্রথম ও অষ্টম।

তবে যাঁরা ব্রিক্স নিয়ে সংশয়বাদী, তাঁরা ভারত, ব্রাজিল, রাশিয়ার অধারাবাহিক অর্থনৈতিক গতির বিষয়টিকে বিবেচনায় নেন। যেমন–ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এককের ঘরে নেমে এসেছে, যা কয়েক বছর আগেও দশকের ঘরে ছিল। ২০১৩-১৪ সালে এই হার ছিল ৪.৭%। অথচ ১৯৯০-২০০০ সালে ভারতে মাথাপিছু জিডিপি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের হারও অনেক কমেছে। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির চাপও বেড়েছে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও খুব ভালো নয়। বিশ্ব মুদ্রাবাজারে রুবলের মূল্য কমেছে। আবার ক্রিমিয়া, ইউক্রেনকে ঘিরে সামরিকগত কারণে এক ধরনের অর্থনৈতিক চাপও আছে রাশিয়ার উপর। ব্রাজিলের অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। তবে ব্রিক্স নিয়ে যাঁরা আশাবাদী, তাঁরা এসব দেশের অর্থনীতির অধারাবাহিক চরিত্রের কারণ হিসেবে কোনো ধরনের তারল্য সংকট, বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটকে দায়ী করেন না। তাঁরা বলে থাকেন, এ রকম অবস্থা মূলত অর্থনীতির কাঠামোগত সমন্বয় চেষ্টার কারণে হচ্ছে, অন্য কিছু নয়, যা সহজে সমাধানযোগ্য।

সংশয়বাদীদের মধ্যে অনেকে আবার বিশেষ করে আপৎকালীন মুদ্রা মজুদ তহবিলের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দিহান। তাঁরা এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে শিয়াং মাই উদ্যোগের ব্যর্থতার কথা বলে থাকেন। ১৯৯৭-৯৮ সালের এশিয়ার অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে ২০০০ সালে চীনসহ আসিয়ানভুক্ত অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র এই মুদ্রা মজুদ তহবিলটি গঠন করেছে। এই তহবিলের বর্তমান পরিমাণ ২৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আঞ্চলিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এই জালটি ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়ার মতো সংকটপ্রবণ রাষ্ট্রও এখন পর্যন্ত ব্যবহার করেনি। তারা বরং সনাতনিভাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলেরই দ্বারস্থ হচ্ছে।

তবে সম্ভাবনা আর সংশয়ের চাইতেও বড় প্রশ্ন হলো, বিশ্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যায্যতা দূর করার ক্ষেত্রে ব্রিক্স ব্যাংক আসলে কতটুকু পরিবর্তন আনতে পারবে? এটা আসলে অনেক বেশি নির্ভর করছে পাঁচ সদস্য রাষ্ট্র এই ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক দর্শনের বিপরীতে বিশ্ব ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে নতুন কোনো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা ঘটাতে পারছে কি না। সবচাইতে বড় ব্যাপার, তারা নিজেদের 'জাতীয় স্বার্থ' পেছনে ফেলে বিশ্ব স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে পারছে কি না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এ রকম হতে হলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিরাজমান বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে নতুন চরিত্র, নতুন নেতৃত্ব অনিবার্য। কিন্তু বিশ্ব রাজনীতিতে এই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আচরণ এ রকম কিছু নির্দেশ করছে না। যেমন– নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও চীনকে বিরাজমান বিশ্বব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো অবস্থান এখন পর্যন্ত নিতে দেখা যায়নি। সবচাইতে বড় ব্যাপার, চীন ঋণ পরিশোধের দিক থেকে বিশ্বব্যাংকের সবচাইতে সফল সদস্য। ভারতকেও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। উপরন্তু ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আবার ইউক্রেন আর ক্রিমিয়াকে ঘিরে রাশিয়াও 'জাতীয়তাবাদী' হয়ে উঠছে। ব্রাজিলের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েও খুব বেশি আশাবাদী হওয়া যায় না।

তাই সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ব্রিক্স আসলে সম্ভাবনা আর সংশয়ের দোলাচলেই দুলছে। তবে সবকিছুর পরেও এটা ঠিক যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বব্যবস্থায় এই উন্নয়ন ব্যাংকের কারণে বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য নিশ্চিতভাবেই খর্ব হতে চলেছে। ব্রিক্সকে ঘিরে ওয়াশিংটন মতৈক্যের পরিবর্তে নতুন কোনো ধরনের সাংহাই মতৈক্য গড়ে উঠবে কি না তা দেখার বিষয়। তবে শেষ পর্যন্ত কার অথবা কোন আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, সেটা বোঝার জন্য ভবিষ্যতের দিকে থাকিয়ে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই এই মুহূর্তে।

মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান: প্রাবন্ধিক। সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: tanzim04@gmail.com

তথ্যসূত্র :

Countercurrents (2014), BRICS Bank Established: Beginning of Financially Multi-Polar World, 16 July, available at: http://www.countercurrents.org/cc160714.htm, accessed on 7 September 2014.

PWC Economics (2013), World in 2050: The BRICS and Beyond: Prospects, Challenges and, Opportunities, available at: http://www.google.com.bd/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pwc.com%2Fen_GX%2Fgx%2Fworld-2050%2Fassets%2Fpwc-world-in-2050-report-january-2013.pdf&ei=u48TVM7aHo3nuQTMuIDoBQ&usg=AFQjCNFYkGIKoZbk-hdVyFF6m1aZqkt-Tg&sig2=bd_JtkP50mUrtCI15SyMHw, accessed on 5 August 2014.

Singh, Kavaljit (2014), The Promise and Pitfalls of BRICS $100 Billion CRA, 08 July, available at: http://www.countercurrents.org/ksingh080714.htm, accessed on 7 September 2014.

Srivastava, Dr. Vivek Kumar (2014), BRICS Bank Is First Step Towards New International Economic Order [NIEO], available at: http://www.countercurrents.org/srivastava180714.htm, accessed on 9 September 2014.

Zeese, Kevin and Margaret Flowers (2014), The Empire Economy Does Not Serve the Economy Or People, available at: ahttp://www.countercurrents.org/zeese270714.htm, accessed on 9 September 2014.